যুগান্তর

তারিখ ০৪ SEP 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

যুগান্তর

প্রাথমিকের পাঠ্যবই ছাপাতে মুদ্রণকারীদের সম্মতিপত্র দাখিল

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই বিনামূল্যে ছাপার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন মুদ্রণকারীরা। কাজ পাওয়া ২২ প্রতিষ্ঠান বুধবার তাদের এ সম্মতিপত্র দেয়। এর আগে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রত্যেক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড (এনওএ) দেয়। এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী যুগান্তরকে জানান, 'বিশ্বব্যাংক বই ছাপার ব্যাপারে নতুন এনওএ দেয়ার পর সেটি আমরা বুধবার মুদ্রণকারীদের দিই। তারা তাৎক্ষণিক ভাবে এনওএ গ্রহণ করে বুধবারই সম্মতিপত্র দাখিল করে।'

জানা গেছে, টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিধান অনুযায়ী একজন দরদাতা সম্মতিপত্র দেয়ার পর জামানত (পারফরমেন্স গ্যারান্টি) দাখিলের জন্য ২১ দিন সময় পেয়ে থাকেন। কিন্তু দেরি হওয়ার কারণে এবার যদি এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তবে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের কাছে বই পৌঁছতে অনেক দেরি হবে। সে ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে গোটা সেট বই তুলে দেয়া সম্ভব হবে না। এই বাস্তবতা মোকাবেলায় কি করা হবে এমন প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী যুগান্তরকে বলেন, আমরা দরদাতাদের অনুরোধ করছি তারা যেন ১ সপ্তাহের মধ্যে জামানত দাখিল করেন।

উল্লেখ্য, এই পাঠ্য বইয়ের মান নিশ্চিত করা নিয়ে বিশ্বব্যাংক এবং মুদ্রণকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। গত সোমবার রাতে দীর্ঘ বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসন করেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিশ্বব্যাংক তাদের আগের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে নতুন এনওএ দেয়।